৫ দাবিতে জবি শিক্ষার্থীদের সচিবালয় ঘেরাও

জবি প্রতিনিধি

১২ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

৫ দফা দাবিতে গতকাল সোমবার সকালে সচিবালয় ঘেরাও করেছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা। পরে বিকালে সিদ্ধান্ত আসে পাঁচটি দাবি পূরণের রূপরেখা প্রণয়নে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি এবং সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিকালে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক প্রতিনিধিরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের পর এ সিদ্ধান্ত হয়।

UNIBOTS

-0:00

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাসির উদ্দিন জানান, আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছি। সমস্যা সমাধানের রূপরেখা প্রণয়নে আগামীকাল (আজ) বৈঠক হবে, যেখানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া আলোচনা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে দ্রুত হল নির্মাণ এবং বর্তমান ক্যাম্পাসে আরও একাডেমিক ভবন নির্মাণের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান বিষয়ে পাইলট প্রকল্পে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শিক্ষার্থী আন্দোলনের সংগঠক এ. কে. এম রাকিব বলেন, যদি মঙ্গলবারের বৈঠকে আমাদের দাবি অনুযায়ী সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে আমরা কঠোর আন্দোলনে যাব। জানা যায়, সভায় উপস্থিত থাকবেন জবি উপাচার্য মো. রেজাউল করিম, শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত দুজন সদস্য এবং দুজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি। এ ছাড়া থাকবেন অন্তর্বর্তী সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম ও শিক্ষা সচিব।

এর আগে সকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল বের করে সচিবালয় হয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। পরে শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের ১২ সদস্যের একটি দল শিক্ষা সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সচিব অপারগতা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে সচিবালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ৫ দফা দাবি আগামী তিন দিনের মধ্যে পূরণের আশ্বাস দেন উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের দাবি সম্পূর্ণ যৌক্তিক। আমরা তিন দিনের মধ্যে হল করে দিতে পারব না, কিন্তু আর্মির কাছে হস্তান্তর করতে পারি। কিন্তু এর জন্য আমাদের বসতে হবে।

শিক্ষার্থীদের ৫ দফা দাবিগুলো হলো- স্বৈরাচার আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে আইনের আওতায় এনে সাত দিনের মধ্যে সেনাবাহিনীর দক্ষ অফিসারদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে; শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সুনির্দিষ্ট রূপরেখাসহ ঘোষণা করতে হবে যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর হয়েছে; অবিলম্বে বাকি ১১ একর জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পুরাতন ক্যাম্পাস নিয়ে স্বৈরাচার সরকারের আমলের সব চুক্তি বাতিল করতে হবে; সম্প্রতি ইউজিসির ঘোষণা করা পাইলট প্রকল্পে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট সর্বনিম্ন ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

এদিন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শাখা ছাত্র শিবিরও সমর্থন জানিয়ে উপস্থিত ছিল। শাখা ছাত্র শিবিরের সভাপতি ইকবাল হোসেন শিকদার বলেন, আমরা সুষ্ঠুভাবে দ্রুততার সাথে নতুন ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর এবং হিট প্রকল্পে জবিয়ানদের অগ্রাধিকার দাবি করছি। বৈঠক শেষে আন্দোলনের মুখপাত্র তৌসিব মাহবুব সোহান জানান, কাল (আজ) সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত না আসলে আমরা আরও কঠোর আন্দোলন করব।

এদিন আন্দোলনে জবির শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক রইছউদ্দীন, ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বেলাল হোসেন, ছাত্রকল্যাণ পরিচালক রিফাত হাসানসহ প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।